খুতবা জুম'আ

আঁহযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদাপূর্ণ বদরী সাহাবী হযরত মুআয বিন জাবাল রাজিআল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ মুবারক-টিলফোর্ড, ইসলামাবাদ হতে প্রদত্ত ২৩ আক্টোবর ২০২০ তারিখের

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহ্হুদ তা'ঊয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

আজ আমি যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তার নাম হলো, হযরত মুআয বিন জাবাল (রাঃ)। তার পিতার নাম জাবাল বিন আমর। হযরত মুআয বিন জাবাল (রাঃ) ছিলেন খুবই ফর্সা ও সুদর্শন, ঝকঝকে দাঁত এবং কাজলকৃষ্ণ চোখবিশিষ্ট। আবু নঈম বর্ণনা করেন, হযরত মুআয বিন জাবাল (রাঃ) আনসারী যুবকদের মধ্যে সহিষ্ণুতা, লজ্জা-সম্ভ্রম এবং উদারতায় অগ্রগামী ছিলেন। হযরত মুআয বিন জাবাল (রাঃ) আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে সত্তরজন আনসারীসহ যোগদান করেন আর ইসলাম (ধর্ম) গ্রহণ করার সময় তার বয়স ছিল মাত্র আঠারো বছর। তিনি (রাঃ) বদর, উহুদ ও পরিখাসহ পরবর্তী সকল যুদ্ধে মহানবী (সাঃ)এর সহযোদ্ধা হিসেবে যোগদান করেন। বদরের যুদ্ধে তিনি (রাঃ) তখন যোগদান করেন যখন তার বয়স ছিল বিশ বা একুশ বছর। ইসলাম গ্রহণ করার পর হযরত মুআয বিন জাবাল (রাঃ) বনু সালামার যুবকদের সাথে মিলিত হয়ে বনু সালামার প্রতিমা ভেঙেছিলেন।

মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সাঃ) হুনায়েন অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি (সাঃ) হযরত মুআয বিন জাবালকে মক্কাবাসীদের ধর্ম শেখানো ও কুরআন পড়ানোর জন্য নিজের অবর্তমানে মক্কায় রেখে যান। হযরত মুআয বিন জাবাল তাবুকের যুদ্ধে পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করেন। কাতাদা বর্ণনা করেন, আমি হযরত আনাসকে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)এর যুগে চারব্যক্তি কুরআন সংকলন করেছেন; তারা সবাই আনসার ছিলেন। হযরত মুআয বিন জাবাল, হযরত উবাই বিন কা'ব, হযরত যায়েদ বিন সাবেত এবং হযরত আবু যায়েদ। হযরত আবু যায়েদ হযরত আনাসের চাচা ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমি মহানবী (সাঃ)কে বলতে শুনেছি, চার ব্যক্তির কাছ থেকে পবিত্র কুরআন শিখ, অর্থাৎ ইবনে মাসঊদ, আবু হুযায়ফার মুক্ত ক্রীতদাস সালেম, উবাই বিন কা'ব এবং মুআয বিন জাবালএর কাছ থেকে।

হযরত আনাস বিন মালেক হতে বর্ণিত, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হালাল ও হারামের জ্ঞান রাখেন হযরত মুআয বিন জাবাল। মহানবী (সা.) একদিন তার হাত ধরে বলেন, হে মুআয! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ভালোবাসি, হযরত মুআয (রাঃ) মহানবী (সা.) -এর সমীপে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আমিও আপনাকে ভালোবাসি। তিনি (সা.) বলেন, হে মুআয! আমি তোমাকে তাকীদপূর্ণ নির্দেশ দিচ্ছি যে, প্রত্যেক নামাযের পর এই যিকির করবে আর এটিকে তুমি কখনো পরিত্যাগ করবে না, অর্থাৎ তুমি বল اَللّٰهُمَّ اَعِنِّیْ عَلٰی ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্! তুমি আমাকে তোমায় স্মরণ করা এবং তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আর সুন্দরভাবে তোমার ইবাদতের বিষয়ে আমায় সাহায্য কর।

হযরত মুআয বিন জাবাল (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, মহানবী (সাঃ) বলেন, আমি কি তোমাকে জান্নাতের দ্বার সমূহের মধ্য থেকে একটি দ্বারের বিষয়ে অবগত করব না? এতে হযরত মুআয (রাঃ) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! কেন নয়। তখন মহানবী (সাঃ) বলেন, 'লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্' পড়তে থাক। হযরত মুআয (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, মহানবী (সাঃ)এর সমীপে সর্বশ্রেষ্ঠ ঈমান সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি (সা.) বলেন, সর্বোত্তম ঈমান হলো– তুমি আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে কাউকে ভালোবাসবে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ঘৃণা করবে আর তুমি নিজের জিহ্বাকে আল্লাহ্‌র স্মরণে সিক্ত রাখবে। হযরত মুআয (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আর কীকী? মহানবী (সাঃ) বলেন, মানুষের জন্য তুমি তা-ই পছন্দ করবে যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর এবং তাদের জন্য তুমি সেই জিনিস অপছন্দ করবে যা তুমি নিজের জন্য অপছন্দ কর।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, হযরত মুআয (রাঃ) মহানবী (সাঃ)এর সাথে নামায পড়ার পর নিজ পাড়ার লোকদের মাঝে আসতেন এবং তাদের নামায পড়াতেন। এক রাতে তিনি মহানবী (সাঃ)এর সাথে এশার নামায পড়েন আর এরপর নিজের মহল্লায় ফিরে এসে তাদের ইমামতি করেন এবং এতে তিনি সূরা বাকারা পড়া শুরু করেন। তখন এক ব্যক্তি সালাম ফিরিয়ে পৃথক হয়ে যায় এবং একা একা নামায পড়ে চলে যেতে উদ্যত হয়। তখন লোকজন তাকে বলে, হে অমুক! তুমি কি মুনাফেক হয়ে গেছ? অর্থাৎ তাকে তিরস্কার করে বলে, তুমি কি মুনাফেক হয়ে গেছ? অতএব সেই ব্যক্তি মহানবী (সাঃ)এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! অতএব মহানবী (সা.)হযরত মুআয (রাঃ)এর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, হে মুআয! তুমি কি মানুষকে পরীক্ষায় ফেলছ? অর্থাৎ তুমি মানুষকে কেন সমস্যার মুখে ঠেলে দিচ্ছ? এগুলো পড় বলে মহানবী (সাঃ) বলেন, ওয়াশ্ শামসে ওয়া যুহাহা এবং ওয়াযযু হা, ওয়াল্ লায়লে ইযা ইয়াগশা এবং সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা তিলাওয়াত করার জন্য উপদেশ দেন। এটি সহীহ্ মুসলিম-এর রেওয়ায়েত।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, নীতিগত নির্দেশনা হলো, বাজামা'ত নামাযে দীর্ঘ সূরা পড়ানো উচিত নয়। কেননা (নামাযে) বিভিন্ন ধরনের মানুষ থাকে- বৃদ্ধরাও থাকে, অসুস্থরাও থাকে এবং কর্মব্যস্ত মানুষও থাকে।

হযরত মুআয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, আমি বাহনে মহানবী (সাঃ)এর পিছনে বসা ছিলাম,তিনি (সাঃ) বলেন, হে মুআয বিন জাবাল! আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আমি উপস্থিত আর এটি আমার সৌভাগ্য। তিনি (সাঃ) কিছুক্ষণ যাত্রা অব্যাহত রাখেন এবং আবার বলেন, হে মুআয বিন জাবাল! আমি আবারও নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আমি উপস্থিত আর এটা আমার সৌভাগ্য। তিনি (সাঃ) আরো কিছুক্ষণ অগ্রসর হন এবং এরপর বলেন, হে মুআয বিন জাবাল! আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আমি উপস্থিত আর এটি আমার সৌভাগ্য। তিনি (সাঃ) বলেন, তুমি কি জান, বান্দাদের কাছে আল্লাহ্‌র অধিকার বা প্রাপ্য কী? আমি বলি, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তিনি (সা.) বলেন, বান্দাদের কাছে আল্লাহ্‌র প্রাপ্য হলো– আল্লাহ্‌র ইবাদত করা, অর্থাৎ বান্দা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না। এরপর তিনি (সা.) আবারও কিছুদূর যাত্রা অব্যাহত রাখার পর বলেন, হে মুআয বিন জাবাল! আমি উত্তরে বলি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)! আমি উপস্থিত, এটি আমার সৌভাগ্য। তিনি (সাঃ) বলেন, তুমি কি জান, আল্লাহ্‌র কাছে বান্দাদের অধিকার বা প্রাপ্য কী?' তখন আমি বলি, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেন। তিনি (সাঃ) বলেন, বান্দাদের অধিকার হলো, আল্লাহ্ তা'লার তাদেরকে শাস্তি না দেয়া।

হযরত মুআয বিন জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক সফরে আমি মহানবী (সাঃ)এর সাথে ছিলাম। একদিন আমি তাঁর নিকটে যাই এবং আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)!

আমাকে এমন কোন কাজের কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং আমাকে আগুন থেকে দূরে নিয়ে যাবে। এতে মহানবী (সাঃ) বলেন, তুমি অনেক বড় একটি কথা জিজ্ঞেস করেছ! তবে এটি সেই ব্যক্তির জন্য সহজ যার জন্য মহান আল্লাহ্ সহজ করে দেন। এরপর তিনি (সাঃ) বলেন, আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না, নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত দাও, রমজানের রোযা রাখ এবং বায়তুল্লাহ্র হজ্জ পালন কর। এরপর তিনি (সাঃ) বলেন, আমি কি তোমাকে কল্যাণের দ্বারগুলো সম্পর্কে অবহিত করব না? তিনি বলেন রোযা হলো ঢাল(স্বরূপ) এবং সদকা পাপসমূহকে সেভাবে মোচন করে যেভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। এছাড়া রাতে উঠে নামায পড়া [অর্থাৎ তাহাজ্জুদ পড়া]।অতঃপর তিনি বলেন, আমি তোমাদের এসবের উন্নত চূড়া এবং এর স্তম্ভ আর এর ওপরের অংশ সম্পর্কে অবহিত করব কি? তিনি বলেন, তা হলো জিহাদ। অতঃপর বলেন, আমি কি তোমাকে এমন কথা অবহিত করব না যার ওপর এই সবকিছুর ভিত্তি? আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল (সাঃ)! অবশ্যই বলুন। তখন মহানবী (সাঃ) নিজের জিহ্বাকে ধরে বলেন, এটিকে নিয়ন্ত্রণে রেখো। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র নবী (সাঃ)! আমরা এর মাধ্যমে যা বলি তার জন্য কি জিজ্ঞাসিত হব? তিনি (সাঃ) বলেন, তোমার কল্যাণ হোক, হে মুআয! মানুষকে তাদের জিহ্বা দ্বারা কর্তিত ফসলই লাঞ্ছিত অবস্থায় আগুনে নিক্ষেপ করে।

হযরত কা'ব বিন মালেক বলতেন, হযরত মুআয বিন জাবাল মহানবী (সাঃ)এর জীবদ্দশায় এবং হযরত আবু বকর (রাঃ)এর যুগে মদিনায় ধর্মীয় ফতোয়া প্রদান করতেন।

হযরত মুআয বিন জাবাল হযরত আবু বকর (রাঃ)এর যুগে সিরিয়ায় স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানেই বসবাস আরম্ভ করেন। হযরত মুআয বিন জাবাল যখন সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখন হযরত উমর (রাঃ) বলেন, তার মদিনা পরিত্যাগ করা মদিনাবাসীকে ফিকাহ্ এবং যেসব বিষয়ে তিনি ফতোয়া প্রদান করতেন সেসব ক্ষেত্রে অন্যের মুখাপেক্ষী করে দিয়েছে। হযরত মুআয বিন জাবাল যখন রাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন তখন এই দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ! চোখ নিদ্রিত আর তারকারাজি মিটমিট করছে। তুমি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। হে আল্লাহ! জান্নাতের আকাঙ্ক্ষায় এই অধম দুর্বল, আগুন থেকে পলায়নের ক্ষেত্রে আমি বল ও শক্তিহীন। হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমার জন্য হেদায়েত রেখে দাও, যা কিয়ামতের দিন তুমি আমাকে দিবে। নিশ্চিয় তুমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর না। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, কতইনা ভয় ও ভীতির অবস্থা এটি!

হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সাঃ) হযরত মুআয কে বলেন, যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে এই সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আর মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্র রসূল, আল্লাহ্তা'লা অবশ্যই আগুনে যাওয়া তার জন্য নিষিদ্ধ করে দিবেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সাঃ) আমি কি মানুষকে এ সম্বন্ধে সংবাদ দিব না ? তারা আনন্দিত হবে, তিনি (সাঃ) বলেন, তাহলে যে তারা এতেই নির্ভর করে বসে যাবে, এটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে আর অন্যান্য পুণ্যকর্মকরবে না, তাই মানুষকে এটি বলবে না। হযরত মুআয (রাঃ)ও মহানবী (সাঃ)এর উক্ত আদেশের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং জীবনের অন্তিম মুহূর্তে তিনি তা অবহিত করেন, যেন এমন না হয় যে, একটি অতি জরুরী বিষয় না বলার কারণে তাকে জবাবদিহি করা হবে। এমন যেন না হয় যে, আল্লাহ্তা'লা বলবেন, তুমি একটি বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা সত্ত্বেও তা আর কাউকে বলনি। অর্থাৎ জ্ঞানের কথা কমপক্ষে জ্ঞানী লোকদের কাছে পৌঁছে যাওয়া উচিত।

হযরত মুআয বিন জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সাঃ) তাবুকের ঝর্ণাধারার নিকটে পৌঁছানোর নির্দেশ দেন। এবং এও নির্দেশ দেন যে, তোমাদের মধ্যে কেও যেন সেই ঝর্ণার পানিতে হাত না দেয়। এরপর লোকেরা সেই ঝরনা থেকে নিজেদের হাত দ্বারা অল্প অল্প করে কিছু পানি বের করেন। আর এভাবেই একটি পাত্রে কিছু পানি জমা হয়।এরপর মহানবী (সাঃ) পাত্রের মধ্যে দুই হাত ধৌত করেন এবং মুখও ধৌত করেন। অতঃপর সেই পানি পুনরায় ঝরনার মধ্যে ঢেলে দেন। অর্থাৎ তিনি (সাঃ) সেই ঝরনার পাশে বসে মুখ ধৌত

করেন আর সেই পানি গড়িয়ে ঝরনার মধ্যে পড়ছিল, তখন ঝরনা দ্রুত বেগে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করে। অর্থাৎ মহানবী (সাঃ) যখন মুখ ও হাত ধৌত করেন এবং সেখানে পানি ঢেলে দেন তখন প্রথমে যে ঝরনা অত্যন্ত সরু ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল, তা দ্রুত বেগে প্রবাহিত হতে থাকে আর লোকজন তৃপ্তি সহকারে পান করতে থাকে। অতঃপর মহানবী (সাঃ) বলেন, হে মুআয তোমার আয়ু যদি দীর্ঘ হয় তাহলে তুমি দেখতে পাবে যে, এই জায়গা বাগানে ভরে গেছে। সীরাত ইবনে হিশামে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ)এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাবুক অঞ্চল বাগানে পরিপূর্ণ আর প্রতিনিয়ত তা আরো বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, তাঁর (রাঃ) সীরাত বিষয়ক বাকি আলোচনা পরে হবে, ইনশাআল্লাহ্।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
23 October 2020

Makeup & Distribute **FROM**

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org